বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ফোন ঃ
অফিস ঃ ৯৫৫৫১৩৩
ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়
ওয়াপদা ভবন,মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০ ।

Phone :
Office : 9555133
Fax : 0088-02-9564763

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.০৫.০০১.১৬-৬৯ তারিখঃ ৫ বৈশাখ, ১৪২৬ বঃ / ১৮-০৪-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে গত ৩০ জানুয়ারী,২০১৯ খ্রিঃ আয়োজিত গণশুনানির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে গত ৩০ জানুয়ারী,২০১৯ খ্রিঃ আয়োজিত গণশুনানির সভার কার্যবিবরণী ও উক্ত গণশুনানির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথ প্রেরণ করা হলো ।

(আব্দুল খালেক)
সচিব
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,ঢাকা ।

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০০৪.০৫.০০১.১৬-৬৯ তারিখ ঃ ৫ বৈশাখ,১৪২৬ বঃ / ১৮-০৪-২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় কার্যর্থে/অবগতির জন্য প্রেরীত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন/অর্থ/পশ্চিম রিজিয়ন/পূর্ব রিজিয়ন/পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা ।
২. চীফ মনিটরিং/চীফ প্ল্যানিং/প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন/প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রক (অহিনি),বাপাউবো, ঢাকা ।
৩. প্রধান প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট সকল)--
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল /প্রসেসিং সেকশন/প্রশিক্ষণ/জনসংযোগ /নিরাপত্তা/শৃংখলা/কর্মচারী পরিদপ্তর/কল্যাণ/কর্মচারী উন্নয়ন/সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর/অর্থ/হিসাব/নিরীক্ষা/ ভূমি ও রাজস্ব/ ভূ-তত্ব (সকল)...............বাপাউবো, ঢাকা ।
৫. সিএসও টু মহাপরিচালক বাপাউবো, ঢাকা ।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা ।

(এস,এম,হুমায়ুন কবীর)
উপ-সচিব (বোর্ড)
বাপাউবো, ঢাকা ।
smhumayunk@gmail.

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আয়োজিত গণশুনানী সভার কার্যবিবরণী:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯খ্রি: বুধবার বিকেল ৪:০০ ঘটিকায় গণশুনানী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) জনাব খন্দকার খালেকুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বোর্ডের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দপ্তরের দপ্তরপ্রধানগণসহ তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। গণশুনানীতে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা পরিশিষ্ট-১ উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত গণশুনানীতে প্রধান আলোচক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দাপ্তরিক, অদাপ্তরিক ও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে বোর্ডের সকল দপ্তরে নিয়মিত গণশুনানী সভা আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সকলকে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, নিয়মিত গণশুনানী সভা আয়োজনের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর কাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ফলে তার সেবা প্রদানের মন-মানসিকতা তৈরী হয়।

গণশুনানীতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব এম.শান-ই-আলম মিষ্টি, বোর্ডের সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তরের পরিচালক মোঃ মুজিবুর রহমান, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি দপ্তরের পরিচালক ড.আনোয়ার জাহিদ, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আজিজুল হক, ঢাকা পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, ঢাকা পওর সার্কেলের সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুস সোবহান। এছাড়া বোর্ডের সকল শ্রেণীগুচ্ছের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দপ্তরপ্রধানগণ ও অংশীজন স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

শুরুতে বোর্ডের সচিব ও জিআরএস সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আব্দুল খালেক মূল প্রবন্ধ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গণশুনানী সংক্রান্ত সরকারের কার্যক্রম তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীগণ বোর্ডের বিভিন্ন দাপ্তরিক সমস্যার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত সমস্যাসমূহ বিধি মোতাবেক নিরসনের আশ্বাস দেন। বোর্ডের সচিব গণশুনানীর অধিক্ষেত্রসমূহ সভাকে অবহিত করেন। বক্তাগণ ভবিষ্যতে গণশুনানীতে বাপাউবো'র সেবা প্রত্যাশী সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে যাতে সম্পৃক্ত করা যায়, সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

গণশুনানী সভায় নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি তবে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশ/ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের যথাসময়ে দপ্তরে উপস্থিতি ও অফিস সময়ের পর অফিস সময়ের পর যানবাহন ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা পওর বিভাগ-২ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনান্তে বিষয়টি দ্রুত সমাধা করার জন্য পরিচালক সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, বোর্ডের ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরে পরিচালক ড. আনোয়ার জাহিদ তার দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা-মূল্যে সরবরাহ করা যায় কীনা সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনান্তে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) জনাব খন্দকার খালেকুজ্জামান বলেন, ওয়ারপো যে প্রক্রিয়ায় ডেটা সংগ্রহ করে তা অনুসরণেরকরা যেতে পারে। তিনি বলেন, গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য গবেষকগণ তার প্রতিষ্ঠানের/ সুপারভাইজারের সুপারিশের ভিত্তিতে আবেদন করলে ন্যূনতম ফি-পরিশোধ প্রদান সাপেক্ষে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় বক্তাগণ বোর্ডের পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে সরকারের পেনশন অধিকতর সহজীকরণ পদ্ধতি-২০০৯ বোর্ডে অনুসরণপূর্বক অনিষ্পত্তিকৃত পেনশন কেইসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। সভায়, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ জানুয়ারি, ২০১৯, ৬ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি: এবং ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রি: তারিখে জারিকৃত পেনশন সহজীকরণ সংক্রান্ত গেজেট/পরিপত্রসমূহ অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ বোর্ডের ঢাকা পওর সার্কেল দপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান উক্ত দপ্তরের গাড়ীচালক জনাব মোঃ সিরাজউদৌলা এর অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন যাবত নিষ্পত্তি হচ্ছেনা মর্মে গণশুনানী সভায় মৌখিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ জাকিরুল ইসলাম, পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য কর্মচারীর অডিট-আপত্তি বোর্ডে নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি আরও বলেন, বোর্ড কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে অথচ হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর হতে পাওনা পরিশোধ করা হয়নি এমন কোন ঘটনা তাঁর দপ্তরে নেই ।

সভার সভাপতি এ বিষয়ে বলেন, বোর্ডের অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকার ক্ষেত্রে ৮০% পাওনা পরিশোধের বিষয়ে অন্যান্য সরকারী সংস্থা তথা এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত অধিদপ্তর যেভাবে পেনশন প্রদান করছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সভার সভাপতি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকার ক্ষেত্রে ৮০% পেনশনে পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর সহজীকরণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

সভায় বোর্ডের সচিব ও জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব আব্দুল খালেক বলেন, পেনশনে সহজীকরণ পদ্ধতি, ১৯৯৪, পেনশন অধিকতর সহজীকরণ বিধি/পদ্ধতি/ ২০০১ ও ২০০৯ এবং পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণে সহায়তার দায়িত্বে নিয়োজিত কল্যাণ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা থাকলেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সেভাবে কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়।

তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯/০৩/২০১৮ এবং ০৬/০১/২০১৯ তারিখের পরিপত্রে অবসরগামী কর্মচারীর কর্মকালীন কোন মেয়াদের হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার কারণে পেনশন মঞ্জুরি না করা অথবা পেনশন মঞ্জুরীতে বিলম্ব/অপেক্ষা করার মত অনভিপ্রেত ও বিধিবহির্ভূত প্রবণতা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে যা বোর্ডে প্রতিপালিত হচ্ছে না বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া, গণশুনানী সভায় পেনশন সহজীকরণ পদ্ধতি/১৯৯৪,২০০১ ও ২০০৯ অনুযায়ী পেনশন নিষ্পত্তিতে ৩ বৎসরের অধিক পুরনো ডকুমেন্ট না চাওয়ায় এবং অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকার ক্ষেত্রে ৮০% পেনশনে দেনা-পাওনার পরিশোধের নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে তা বোর্ডে মানা হচ্ছে না বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পেনশন প্রদান সহজীকরণের নিয়ম মেনে অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডেও তা অনুসরণের জন্য সভায় বক্তাগণ আশা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে, সভায় উপস্থিত সকলকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত নাগরিক সনদ অনুযায়ী নাগরিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে তৎপর থাকার জন্য আহবান জানানো হয়। বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) ও সভার সভাপতি জনাব খন্দকার খালেকুজ্জামান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/০৪/২০১৯

(আব্দুল খালেক)
সচিব, বাপাউবো
ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা।